প্রধান শিক্ষকের পকেটে স্কুলের ৫৫ লাখ টাকা

ব্যাংকবহির্ভূত লেনদেনের মাধ্যমে আত্মসাৎ, অভিযোগ পর্ষদের

মুজিবুর রহমান

হারুন চৌধুরী, কুলিয়ারচর (কিশোরগঞ্জ)

প্রকাশ: ১৩ মে ২০২৪ | ০০:৩৬ | আপডেট: ১৩ মে ২০২৪ | ০৭:৩২

কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার আগরপুর জিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রায় ৫৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে প্রায় সাড়ে ছয় ধরে তিনি ব্যাংকবহির্ভূত লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ পকেটে ভরেছেন বলে অভিযোগ বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মুজিবুর রহমান।

বিদ্যালয় সূত্র জানায়, ২০১৭ থেকে ২০২৩ সালের ১৬ মে পর্যন্ত বিদ্যালয়ে কোনো পরিচালনা পর্ষদ ছিল না। অ্যাডহক কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে প্রধান শিক্ষক মুজিবুর রহমান এ সময়ে খেয়ালখুশি মতো বিদ্যালয়ের অর্থ খরচ করেন। বিদ্যালয়ের কোনো আয়ই তিনি নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা দেননি। বর্তমান পর্ষদ দায়িত্ব নেওয়ার পর তদন্তে প্রধান শিক্ষকের অর্থ নয়ছয়ের প্রমাণ পায়। এরপর তার কাছে চার বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব চাইলে গত বছরের ডিসেম্বরে জমা দেন মুজিবুর রহমান। এরপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তিনি মাসিক সমন্বয় সভায় আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন, যেখানে উদ্বৃত্ত ৫৪ লাখ ৮৪ হাজার ১৪৯ টাকা প্রধান শিক্ষকের কাছে রয়েছে উল্লেখ করেন। কিন্তু সম্প্রতি মুজিবুর রহমান বলে বেড়াচ্ছেন মাসিক সভার রেজল্যুশনে উদ্বৃত্ত প্রায় ৫৫ লাখ টাকার যে হিসাব, তাতে স্বাক্ষর জোর করে নেওয়া হয়েছে।

UNIBOTS

বিদ্যালয়ের নামে ১৭টি দোকান ও জমি রয়েছে। পাঁচ বছরের দোকান ভাড়া বাবদ গত বছর এককালীন ২৪ লাখ টাকা তোলেন প্রধান শিক্ষক। তা ছাড়া প্রতি বছর জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন, ফরম ফিলাপ, কোচিং ফি, মাসিক বেতনসহ নানা খাত থেকে আসা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাংক হিসাবে জমা না দিয়ে খরচ করেছেন প্রধান শিক্ষক।

যোগাযোগ করা হলে প্রধান শিক্ষক মুজিবুর রহমান সমকালকে বলেন, ‘আমার কাছে মোটা অঙ্কের টাকা নেই। ৭ লাখের কিছু বেশি আছে, ম্যানেজিং কমিটি চাইলে যে কোনো সময় দিয়ে দেব।’ রেজল্যুশনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘জোর করে রেজল্যুশনে আমার স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে।’

তবে তাঁর এ দাবি মিথ্যা বলছেন পরিচালনা পর্ষদের বিদ্যোৎসাহী ও অর্থ কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান এবং অভিভাবক প্রতিনিধি আবুল কালাম। তারা বলেন, প্রধান শিক্ষক স্কুলের মিটিংয়ে সব সদস্যের উপস্থিতিতে হিসাব বিবরণী দেন। তাঁর দেওয়া হিসাব রেজল্যুশন করা হয়। সেখানে সবাই সই করেন। জোর করে কারও স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি। প্রধান শিক্ষক হয়ে এ ধরনের মিথ্যা তিনি কীভাবে বলছেন, ভেবে অবাক হচ্ছি।

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আলাল উদ্দিন বলেন, প্রধান শিক্ষকের দেওয়া হিসাব বিবরণী অনুযায়ী রেজল্যুশন হয়। প্রায় ৫৫ লাখ টাকা উদ্বৃত্ত রয়েছে জানিয়ে মুজিবুর রহমান নিজে রেজল্যুশনে স্বাক্ষর করেন। যদিও বাস্তবে প্রায় কোটি টাকা নয়ছয় করেছেন তিনি। শিগগিরই আমরা তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, ২০১৮ সালে কুলিয়ারচরের তৎকালীন ইউএনও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পেয়ে মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমানকে তদন্তের দায়িত্ব দেন। এ বিষয়ে মুশফিকুর রহমান জানান, তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দেন তিনি। ব্যাংক ছাড়া বিদ্যালয়ের টাকা খরচ করায় প্রধান শিক্ষককে সতর্ক করা হয়েছিল। এমনকি প্রধান শিক্ষকের বেতনও বন্ধ রেখেছিল কর্তৃপক্ষ।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শামছুন নাহার মাকছুদা বলেন, ‘আমার কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। তবে ম্যানেজিং কমিটি চাইলে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় শতভাগ ব্যাংকের মাধ্যমে হতে হবে, এটাই নিয়ম।’